পরিকল্প নং ৩০৫
নুরুল হায়াত-ক (মুনাফাসহ)

বর্তমানে আপনি যে অংকের বীমা করবেন তা হয়তো আগামী দশ বা বিশ বৎসর পর নিতান্তই অপ্রতুল বলে মনে হবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে হয়তো এর চেয়ে বেশী অংকের প্রিমিয়াম দেবার সামর্থ গ্রাহকের নেই। গ্রাহকের এই সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে প্রগতি লাইফ শুরু করেছে এ পরিকল্পটি যেখানে মেয়াদের নির্দিষ্ট সময় পর পর বীমা ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অথচ এই অতিরিক্ত বীমা ঝুঁকির জন্য গ্রাহককে কোন বাড়তি প্রিমিয়াম দিতে হবে না।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১। মেয়াদকালীন সময়ের ১/৩ অংশ অতিক্রান্ত হলেই বীমা অংকের ২৫% বীমাবৃতকে প্রদান করা হবে এবং ঝুঁকির পরিমাণ হয়ে যাবে দ্বিগুণ। যেমনঃ ১২ বছর মেয়াদী এক লক্ষ টাকার পলিসিতে ৪ বছর পর বীমাবৃত পাবেন ২৫,০০০/- টাকা এবং বীমা ঝুঁকি অংক হবে ১.৫ লক্ষ টাকা। ৮ বছর পর বীমাবৃতকে আরও ২৫,০০০/- টাকা এবং বীমা ঝুঁকির অংক হবে ২ লক্ষ টাকা। ১২ বছর পর বীমাবৃত পাবেন ৫০,০০০/- টাকা এবং বীমা ঝুঁকির অংক হবে ২ লক্ষ টাকা। ১২ বছর পর বীমাবৃত পাবেন ৫০,০০০/- টাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্জিত মুনাফা। এ পরিকল্পের সবচাইতে আকর্ষণীয় দিক হল, বীমা ঝুঁকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও প্রিমিয়াম হার একই থাকে।

২। ১ম বা ২য় বীমা অংকের ২৫% গ্রহণ করার পরও (মেয়াদকালীন সময়ে) বীমাবৃতের অকাল মৃত্যুতে (আল্লাহ না করুন) মনোনীতক শর্তসাপেক্ষে বীমা অংকের দেড়গুণ বা দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ মৃত্যু দিন পর্যন্ত অর্জিত মুনাফাসহ পাবেন।

কোম্পানী সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকার বীমার ঝুঁকি অংক প্রদান করবে। তবে পরিশোধিত বীমা ঝুঁকির অংক কখনোই মূল প্রাথমিক বীমা অংকের তিন গুণের বেশী হতে পারবে না।